পদ্যে ভাগবত

(দশম স্কন্ধ—রাসপঞ্চাধ্যায়)

বাগ্‌দেবী ব্রজেশ্বরী দেবী ।

মূল্য ৸০

উৎসর্গ

যাঁহার অভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের উত্তম পুরুষের সন্ধান পাইয়াছিলাম তাঁহারই উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী স্বরূপ এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম। ইতি—

"ব্রজেশ্বরী"

ভূমিকা

ত্রিতাপদগ্ধ সংসারী জীব শান্তির অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। শান্তির উৎস যে কোথায় তাহা তমোগুণাচ্ছন্ন মানবের পক্ষে অবধারণ করাও কঠিন হইয়া উঠে, এবং নানাভাবে শান্তি শান্তি বলিয়া ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণ করিলেও প্রকৃত শান্তির পথ অনাবিস্কৃতই থাকিয়া যায়। এই শান্তি সুধার সন্ধান দিয়াছিলেন শ্রীভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। তিনি নানা পুরাণ রচনা করিয়াও তৃপ্তি না পাইয়া অবশেষে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। ভাগবত রসই মানব জীবনের একমাত্র শান্তির নিদান ইহা অবধারিত সত্য। শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন নিবিড় ভাগবত রস আছে ইহার ভাষাও তেমনই গম্ভীর। সাধারণ মানবের পক্ষে ভাগবতের সংস্কৃত ভাষার আবরণ ভেদ করিয়া অভ্যন্তরস্থ রসের আস্বাদন করা অনেক সময়েই দুরূহ হইয়া থাকে। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদের আদর বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। মদীয় পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেব মহাশয় কৃত 'বঙ্গবাসী' সংস্করণের অনুবাদে যেরূপ সরল স্বচ্ছন্দ-গতি গদ্যভাষা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে বহু সুধীজন পরমতৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলেন। সে তৃপ্তির পরিচয় তাঁহা-দিগের পত্রে ও আলাপে পাইয়াছিলাম। কিন্তু আনন্দ ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে সেই অনুবাদের পাঠে একজন অর্দ্ধ-শিক্ষিতা মহিলা যেভাবে প্রেরণা পাইয়াছিলেন তাহা কল্পনার অতীত।

শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দেবী, পাবনা, স্থলের জমিদার পাকড়াশী বংশের কন্যা পরম নিষ্ঠাবতী সদ্‌গৃহস্থ বধূ সমগ্র ভাগবতের-পদ্যানুবাদ করিয়া নিজ জীবনকে ও এই বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছেন। তিনি উচ্চাঙ্গের বিদ্যার্জ্জন করিতে সুযোগ পান নাই—অথচ অন্তরের গূঢ় ভাবরাশিকে চাপিয়া রাখিতেও পারেন নাই। নিজ বৈধব্য দুর্ভাগ্যের আঘাতে হৃদয়-প্রস্রবণের প্রস্তর-দ্বার ভাঙ্গিয়া যায়। তৎপরেই এই ভাগবত রসের মধুর উৎস বিকশিত হইয়া উঠে। তিনি বলেন, আমি মূল ভাগবত পাঠের অধিকারিণী নহি। পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদই আমার অবলম্বন; একলব্য যেমন অলক্ষ্যে দ্রোণাচার্য্যকে গুরুপদে বসাইয়া অস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়াছিল, আমিও তাঁহাকে সেই আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই কল্পিত মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি।

আজ পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেব মহাশয় কাশীপ্রাপ্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করা বহুব্যয় সাধ্য। সে অর্থ সঙ্গতি এই মহীয়সী মহিলার নাই—তিনি এক্ষণে 'রাস পঞ্চাধ্যায়' মাত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হন। আমি উক্ত অনুবাদ অংশত মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি। ইহাই আমার পরম সন্তোষ যে এই পদ্যানুবাদ মূলানুগত এবং স্বচ্ছন্দ গতি। ভাষার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে হয়ত উর্দ্ধতার মান সম্বন্ধে বৈমত্য ঘটিতে পারে, কিন্তু সরলতা ও স্বচ্ছন্দতা সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার উপযোগিনী। শ্রীমৎ ভাগবতের 'রাসপঞ্চাধ্যায়' যেমনই সরল

তেমনই শিক্ষাপ্রদ। গোপীগণের আত্মসমর্পণ যোগ এই পঞ্চাধ্যায়ে যেরূপে বর্ণিত, তাহার তুলনা বিশ্ব-সাহিত্যে আছে বলিয়া জানিনা।

আজ পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেব মহাশয় জীবিত থাকিলে তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল যোগাযোগ একত্র ঘটে না। তাই আজ আমার মত অকৃতীকেই ভূমিকা লিখিয়া দিতে হইল। আশাকরি, ভাগবত-রস-পিপাসু ব্যক্তিগণ এই রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন। এবং সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ প্রকাশে এই মহীয়সী মহিলাকে উৎসাহিত করিবেন। ভট্টপল্লীর 'নৈমিষারণ্য'—আশ্রয়ের বুধমণ্ডলী শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দেবীকে বাগ্‌দেবী উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়া গুণের আদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পরম প্রিয় হৃদয়ের অমূল্য নিধি ভাগবতের এই পদ্যানুবাদ প্রকাশে সমর্থ হউন—ইহাই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬
ভট্টপল্লী

মুখ বন্ধঃ

যুগেঽস্মিন্ বঙ্গশ্রিয়াং মাতৃদুহিতৃ পত্নীনাং প্রায়শঃ সর্ব্বাসা মেব দৃশ্যন্তেঽন্তরাণি কালপ্রভাব বিচলিতানি বহির্ম্মুখানি। অন্তর্মুখত্বেঽপি কদাচিল্লৌকিক কাব্যেষু স্নেহ প্রেমাদিক মাস্বাদ্য মোদন্তে। ঋষি বাক্যানুশীলিন স্তু বয়ং পরিবর্ত্তনেনানেন নিতরাং খিন্না এবাবতিষ্ঠামহে। মন্যামহে চ কালস্য গতি দুর্ব্বারেতি॥

এবং স্থিতায়ামস্মাকং মনোবৃত্তৌ কদাচিৎ ভট্টপল্লী পরীক্ষা-সমাজ পণ্ডিত গণাধ্যুষিতেঽস্মাকং নৈমিষারণ্যাখ্যপুরাণানুশীলন স্থানে ধন্যেয়মাগতা বঙ্গকন্যা ব্রজেশ্বরী স্বানূদিত শ্রীশ্রীমদ্‌ভাগত মাদায়াস্মান্ শ্রাবয়িতুম্। ধন্যঃ সোঽভবন্মুহূর্ত্তঃ। পঠিতঞ্চ তৎতয়ৈব।, প্রেমাশ্রুমিশ্রং তৎতস্যাঃ পঠন মস্মাদানন্দয়ত্যস্মদ্ধৃ-দয়ানি।

স্থাপিতঞ্চ তৎপুস্তকং তয়াঽস্মাকং মধ্যে যস্য পুরাণ পাঠকস্য সমীপে তেন তন্নকেবলং দৃষ্টং পরমদ্ভুতঃ কোঽপ্যান্তরঃ ভাব-প্রবাহস্তত্র। তঞ্চভাবপ্রবাহং স লিপিপ্রেষণেন গ্রন্থকর্ত্রীং বাগ্‌ বিস্তরেণ চাস্মান্ সমক্ষ মেব বিজ্ঞাপিতবান্।

তেন চ জানীমহে বর্ত্ততেঽদ্যাপ্যার্ষো ভাবোঽস্মদীয়বঙ্গলক্ষ্মী-স্বরূপস্যা অপ্যেকস্যা ধন্যায়াঃ পুণ্যে হৃদয়ে। আশংসামহে চ তদীয় মাতৃহৃদয়োৎপন্নতয়েয় মার্ষভাবস্য পুনঃপ্রস্থতি র্দ্রাক্ সঙক্রমিষ্যতি সর্ব্বাণি বঙ্গমাতৃদুহিতৃহৃদয়ানি। জীবতাৎ সেয়মস্মৎ কন্যা বাগ্‌দেবী শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দেবী। পুণাতু চ সা জীবন্তী শ্রীমদভাগবতেন্দু শীত কিরণৈ বঙ্গশ্রীণাং ভাসয়ন্তী হৃদয়ানি। ইত্যলং বিস্তরেণ।

ইতি নৈমিষারণ্যসভ্যানাম।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ফরিদপুর জিলান্তর্গত খালিয়া গ্রাম নিবাসিন্যৈ শ্রীমত্যৈ ব্রজেশ্বরী দেব্যৈ বঙ্গভাষায়াং তদনূদিতং শ্রীশ্রীমদ্‌ভাগবতং দৃষ্ট্বালোচ্য চ প্রীতৈর্ভট্টপল্লী বাস্তবৈঃ পণ্ডিতৈ রস্মাভির্বাগ্‌দেবী-ত্যুপাধি র্দীয়তে—

শ্রীমদ্‌ ব্যাস মুণীন্দ্রচিত্তজলধেঃ সম্ভূত মুক্তচ্ছটং
শ্রীমদ্‌ ভাগবতং পুরাণ মসমং শীতাংশুমেকং নবম্‌।
শ্রীযোগীন্দ্র শুকোরসি প্রবিলসদ গ্রৈবেয়কং ভাস্বরং
বঙ্গশ্রীকরগং ব্রজেশ্বরী শুভেকৃত্বাজনন্যেষসে ॥ ১।
মাতর্ভাগবতেন্দু শীতল করৈরুদ্যোতয়ন্তী গৃহান্‌
বঙ্গীয়ানয়ি বঙ্গগীর্মিহিকয়া স্নিগ্ধীকৃতৈ র্দীপ্যসে।
ধন্যাত্বং তবকীর্ত্তি রস্ত বিততা বঙ্গেষু নিত্যোজ্জ্বলা
বাগ্‌দেবীত্যুপ নামতোবয়মহোত্বাংযুক্তম্‌হেকন্যকাম্‌॥ ২।
আশাস্মহে চ দুহিত র্ভগবান্‌ ব্রজেশ
স্তৎপ্রেষ্ঠ শাস্ত্র চয়নাত্মক সেবনেন।
তুভ্যং দদচ্ছ্রিয় মিহাথ দদাত্যমুত্র
ব্রাজেশ্বরীং সুগতি মিষ্টতমাং প্রসন্নঃ॥ ৩॥

ইত্যাশীর্ব্বাদকঃ

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ দেবশর্ম্ম (মহামহোপাধ্যায়)
শ্রীনারায়ণ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্ম
শ্রীহরিচরণ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্ম
শ্রীনিরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্ম

দেব শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রি শর্ম্ম
শ্রীজগদ্দুর্লভ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্ম
শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
শ্রীদাশরথি বিদ্যার্ণব শর্ম্ম
শ্রীদুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ দেবশর্ম্ম
শ্রীরামরূপ বিদ্যারত্ন শর্ম্ম
শ্রীরামরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্ম
শ্রীরামেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন দেবশর্ম্ম
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ দেব শর্ম্মভিঃ

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ
৫এ, আউধ ঘড়বী,
বারাণসী।

বাগ্দেবী শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দেবীর কবিত্ব শক্তি দেখিয়া আমি পুলকিত হইয়াছি, পুরাণ শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতের কবিতানুবাদ করিয়া ইনি সুধীমাত্রকেই আনন্দ দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইহার ছোট ছোট কবিতাগুলি বড়ই মনোরম। ভাটপাড়ার পণ্ডিত মণ্ডলী ইহাকে বাগ্‌দেবী উপাধি দান করিয়া গুণের আদর দেখাইয়াছেন। আমি প্রীতিপূর্ণ প্রাণে ইহার কবিত্ব শক্তির সম্বর্দ্ধনা করি।

কিরণচাঁদ দরবেশ
বারাণসী।

নিবেদন

সকল গ্রন্থেই দেখি গ্রন্থকারগণ ভূমিকার পরেও নিজের কথা বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ মুদ্রিতাক্ষরে নিজের কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া সকলের নিকট আত্ম-নিবেদন করিয়া নিজের মনকে হাল্‌কা করেন। আমিও এই সুযোগে আমার পাঠক-পাঠিকাদের নিকট কিছু নিবেদন করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইলাম।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন স্বামীকে হারাইয়া যখন রূদ্ধগৃহে আমি শোকে মুহ্যমান, তখন একদা দৈববাণীর মত শ্রীমদ্ভাগবত পদ্যানুবাদের নির্দ্দেশ আমার মনে উদিত হইল। তখন কি করিলে শান্তি পাইব এই চিন্তায় দিবসযামী ব্যাকুল ছিলাম। বাঙ্গালী পরিবারে স্বল্প শিক্ষা ও স্বল্প জ্ঞান সম্পন্না নারী আমি, প্রতিপদক্ষেপেই নিন্দা-যশ ভয়-ভীত সদা-কন্টকিত মনে দিন অতিপাত করিতেছিলাম।

ভাগবতকে পদ্যানুবাদ করিবার প্রবল বাসনা মনকে আমার যেরূপ উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছিল সেইরূপ জ্ঞানের স্বল্প পরিসরতা হেতু সন্ত্রস্ত ছিলাম। কারণ, এইরূপ বিপুল গ্রন্থের পদ্যানুবাদ “কি করিয়া করিব” এই নৈরাশ্য আমাকে তীব্র বেদনা দিতেছিল। তৎপর তীব্র বাসনা ভাগবতের জ্যোতিষ্মান্ পুরুষের মত আমার হস্ত ধরিয়া এই নৈরাশ্যপাথার পার করিয়া দিয়াছিলেন। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত আত্ম-বিহ্বল অবস্থায় তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পথ চলিয়াছিলাম। এই পথ

চলায় যে ক্রুটী আছে, আমি জানি তাহা আমার, এবং যাহা উত্তম তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের উত্তম পুরুষের।

আর পাঠক-পাঠিকাগণ ভুল ক্রুটী ক্ষমা করিয়া যদি কিছু রস-আস্বাদন করিবার বস্তু দেখিতে পান তাহা হইলেই নিজের জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিব। শ্রীমদ্ভাগবত একটি বিপুল গ্রন্থ; তাহার একটি অংশ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ ঠিক হইল কিনা তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে পাণ্ডুলিপিখানি বুকে ধরিয়া দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছি। এই পরিক্রমার পথে যাঁহারা স্নেহাশীষ ও উৎসাহ দিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছেন তাহাদের ভিতর মদীয় গুরুদেব পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সুখদা রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, কাশীধাম শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠাতা ৺কিরণচাঁদ দরবেশজী, শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব, ভট্টপল্লীর নৈমিষারণ্যের পণ্ডিত মণ্ডলী এবং মাতুল শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ভট্টপল্লীর পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়রত্ন মহাশয় ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমার সাহায্য করিয়াছেন; এজন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

অতঃপর আমার কনিষ্ঠতুল্য ভ্রাতা, সাংবাদিক ও কবি শ্রীমান প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ইহা যথা সম্ভব সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, আমার দেবর শ্রীমান হরবিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভ্রাতা শ্রীমান সত্যেশচন্দ্র পাকড়াশী আনুসঙ্গিক-কর্ম্মাদি করার শ্রম স্বীকার করায় এই গ্রন্থখানি পাঠকবর্গের

সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিলাম বলিয়া গ্রন্থে ইহাদের নাম সন্নিবিষ্ট করিলাম।

পরিশেষে—মহেশ লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ না দিলে কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ইতি—

১৬, বালিগঞ্জ গার্ডেনস্
কলিকাতা
দোলপূর্ণিমা
১৩৫৬

গ্রন্থকর্ত্রী।

শ্রীশ্রীসরস্বতী প্রণতি

ভারতে ভাতু ভারতী সর্ব্বজন বন্দিত।
বন্দনায় রত যত বন্দীগণ সন্ধিত॥
বাজে শঙ্খ মন্দিরাদি সর্ব্বলোক নন্দিত।
শুভ্রচরণ স্পর্শে ভুবন দীপ্তিশালী স্পন্দিত॥
স্নেহাশীষে, দয়া, বরে, বিশ্ববাসী সংবৃত।
জড় বুদ্ধি, অজ্ঞানতা, অমঙ্গল সংহৃত
সর্ব্ব-বিদ্যা প্রদায়িনী সর্ব্ব-বিদ্যালঙ্কৃত।
দর্শনেতে মূক মুখে ভাষারাশী ঝঙ্কৃত॥
কাব্য শাস্ত্র শিল্পকলায় শুভাষণ বিস্তৃত।
দৃষ্টিপাতে নষ্ট পাপ, হাস্যে সুধা নিঃসৃত॥
চন্দনে সুসিক্ত তনু রক্তমাধর সুস্মিত।
কণ্ঠ শোভে মুক্তাহারে সর্ব্বদেহ পুষ্পিত॥
হস্তে বেদ, শাস্ত্র, কাব্য, গ্রন্থ, বীণা রঞ্জিত।
পদে বিল্বপত্র পুষ্প মঞ্জিরাদি শিঞ্জিত॥
শুভ্র অঙ্ঘ্রি যুগ্ম তলে রক্তরেখা অঙ্কিত।
বিদ্যাবান সুধীনত, দুষ্ট দনুজ শঙ্কিত॥
জ্ঞান হীনা আমি অতি জড় বুদ্ধি কুণ্ঠিত।
নমস্কার লহ মাতঃ সভক্তি ভূলুণ্ঠিত॥

বাগ্‌দেবী ব্রজেশ্বরী।

শান্তি লাভ

আজি মোর দুরন্ত হিয়ায় কিবা চায়
নাহি পায় কি করি উপায়
বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা তার হায় কে নিভায়।
(যেন) শাশ্বত পিপাসা ভীষণ
যুগান্তের তীক্ষ্ণ আকর্ষণ করে অনুক্ষণ
দুঃখের নিরয় মাঝে আমারে মন্থন।
(কত) খাদ্যদ্রব্য দিনু অগণন
কত বসন ভূষণ, করি আহরণ
(তবু) ভুবন ছড়ান তার ক্ষুধিত চাহন
(কত) প্রণয়-সম্ভার, স্নেহ, মায়া দিনু বার বার
কিন্তু হায় তার, বিশ্বদাহ বহ্নিমত তীব্র হাহাকার।
(কত) শৈল বন, উপবন করিলাম পর্য্যটন
করি মাধুর্য্য গ্রহণ, করিনু অর্পণ তবু তৃপ্ত নহে মন।
পঠি কত গ্রন্থসার সাধুসঙ্গ তীর্থ সেবা আর অরণ্য বিহার
তবু হায় চিত্ত মোর করে হাহাকার।
ইষ্টদ্বারে বসিলাম নিশিজাগি
তার তোষ লাগি, অষ্ট সিদ্ধি মাগি
তবু হায় প্রাণ মোর সতত বিরাগী।
হে গোবিন্দ!
সর্ব্বহারা ভাবে, তোমা ডাকিলাম যবে
তুমি ভিন্ন ভবে এমন দারুণ ক্ষুধা কে আর মিটাবে?

দয়া করি তুমি, অলক্ষ্যে থাকিয়া মোর
হে অন্তর্যামী! ধরিয়া লেখনী
তোমার স্বরূপ ও কীর্ত্তি লেখালে যখনই
হে নারায়ণ!
অশান্ত অন্তর মম প্রশান্ত তখন তোমার যখন
লেক্ষ্য মূরতী মোর জাগায় স্পন্দন।

তোমার ভাবমুগ্ধা ব্রজেশ্বরী।

উনত্রিংশ অধ্যায়।

রাস-বিহারারম্ভ।

শুকদেব কহিলেন শুন নৃপধন,—
গোপিনীগণের নিকটেতে নারায়ণ
হইয়াছিলেন এইরূপ প্রতিশ্রুত,
আগামিনী যামিনীতে আমার সহিত
বিহার করিতে পাবে সকল কুমারী
শারদীয়া শোভনীয়া সেই শর্ব্বরী
আজি সমাগত হইল, এ সুখ নিশিতে
প্রস্ফুটিত মল্লিকাদি পুষ্প সমূহেতে
রমণীয় হইল, দেখিয়া নারায়ণ
যোগমায়া আশ্রয় পূর্ব্বক তখন
বিহার করিতে হইলেন অভিলষিত ;
গগনেতে শশধর হন সমুদিত,—
বহু দিবসের পর নায়ক যেমন
প্রিয়ার নিকটেতে করিয়া আগমন
আনন্দেতে কুঙ্কুমরাগে অনুপম
স্বীয় প্রিয়ার মুখ করেন রঞ্জন ;—
তেমনই নিশানাথ সুখময় করে
অরুণ রাগে পূর্ব্বদিক রঞ্জিত ক'রে

করিলেন জনগণ ক্লেশ বিমোচন
লক্ষ্মীদেবীর বদন-মণ্ডল-মতন ;
অখণ্ড-মণ্ডল ও নব কুঙ্কুমের ন্যায়
অরুণ বর্ণ হইয়া হয়েন উদয়,
বনরাজি তাঁহার সে স্নিগ্ধ কিরণে
উঠিলেক রঞ্জিত হইয়া সেইক্ষণে।
দেখিয়া শ্রীভগবান কৃষ্ণ বংশীধারী
বামালোচনাদিগের বিমোহন কারী
সুমধুর গীতগান করেন তখন,
তাহা দ্বারা ব্রজবালা সকলের মন
সম্পূর্ণরূপে হয় আকৃষ্ট তখন।
তখন সকলে হন ভাবেতে মগন
আনন্দ দীপক গীত শ্রবণ করিয়া
পরস্পরকে সবেই নাহি জানাইয়া
তাঁহার নিকটে সবে যাইতে লাগিল,
তা'দের কুন্তল রাজি দুলিতে লাগিল ;
কোন কোন গোপী, দুগ্ধ দোহন করিতে
কৃষ্ণের মধুর গীত পাইল শুনিতে,
স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াই সবে
যাত্রা করিল তথা সমুৎসুক ভাবে
কেহ বা চুল্লিতে দুগ্ধ দিছে চাপাইয়া
কেহ বা দুগ্ধ ক্ষীর নাহি নামাইয়া
কৃষ্ণ দরশন হেতু আশু ছুটি গেল,

কেহ বা শিশুগণে স্তন্য দিতেছিল,
পক্ক গোধূম কণা নাহি নামাইয়া,
কেহ বা পরিবেশন করিতে লাগিয়া,
স্বামী সেবা কেহ করে কেহ বা ভোজন,
গাত্র মার্জ্জন করে কেহ অনুলেপন,
আপনাদিগের স্ব স্ব কার্য্য ত্যাগ করি
চলিলেক সবে তাঁর শুনিয়া বাঁশরী ;
কেহ বা অঞ্জন দান করিছে লোচনে,
সমাপন নাহি করি চলিল সেখানে ;
কেহ পরিধান করি বস্ত্র অলঙ্কার
কৃষ্ণের নিকটে যায় যে রুচি যাহার,
সত্বর গমনার্থ ব্যস্ততা কারণ
বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয় বসন ও ভূষণ।
পিতা পতি ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজন
তাহাদেরে যাইবারে করে নিবারণ
তথাপি তাহারা কেহ নিবৃত্ত না হয়
সকলেই জনার্দ্দনে নিমগন রয়॥
কৃষ্ণ দ্বারা হয় সবার চিত্ত অপহৃত
তাহাতেই সকলেই হইল মোহিত।
যাইতে না পারি' কোন কোন গোপীগণ
কৃষ্ণ চিন্তা করিতেছে মুদিয়া নয়ন
পূর্ব্ব হইতে গোপীদের চিত্ত কৃষ্ণ-প্রতি
একান্ত নিবিষ্ট ছিল শুন,—কুরুপতি,

এক্ষণে তাঁরই চিন্তা করিতে লাগিল
দুঃসহ বিরহে তাঁর সন্তাপ জন্মিল,
তাহাতে অশুভ দূর হইল তাদের
চিন্তাযোগ প্রাপ্ত হইয়া সবে অচ্যুতের
অঙ্গ পরশ সুখে করি কর্ম্মক্ষয়
দেহ ত্যাগ করে সেই সেই গোপীচয়
পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়ায় তখন
থাকিল না তাহাদের কোনই বন্ধন ॥

১—১১

পরীক্ষিত কহিলেন ওহে তপোধন
কৃষ্ণই পরম কান্ত জানে গোপীগণ।
ব্রহ্ম জ্ঞান তাহাদের কখন না ছিল
সংসার বিরতি তবে কেমনে হইল ?
তাহাদের বুদ্ধি ছিল গুণেতে আসক্ত
কেমনে তাহারা তবে হইল হেন মুক্ত ?
শুকদেব কহিলেন শুন নৃপধন,—
পূর্ব্বেও এইকথা করেছি কীর্ত্তন
কৃষ্ণে শত্রুতা করিয়াও শিশুপাল
সিদ্ধ হইয়াছিল জানিবে ভূপাল,
তাহারা ত' প্রিয় তাহে কি কহিব আর
অব্যয় অচিন্ত্যদেব অনাদি অপার
অপ্রমেয়, নির্গুণ ও গুণের নিয়ন্তা,
ধারক পালক হরি সর্ব্ব পাপ হন্তা।

সাধন করিতে জনগণের মঙ্গল
তাহার রূপের হয় প্রকাশ সকল।
কাম ক্রোধ লোভ কিংবা ভয়েতে পড়িয়া
ভক্তি-জ্ঞান কি অজ্ঞান কি স্নেহ করিয়া
চিত্ত যার অচ্যুতে থাকে নিমগন
হে রাজন্! তিনি তন্ময়তা প্রাপ্ত হন;
শ্রীকৃষ্ণ হন যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর।
বিস্ময় প্রকাশ করিও না নৃপবর।
স্থাবরাদিও তাঁহা হইতে মুক্ত হয়!
ইহাতে করিতেছ কেন বা বিস্ময়,
দেখিলেন বাগ্মিশ্রেষ্ঠ দেব কৃষ্ণ ধন,
তাঁহার নিকটে আসে ব্রজবালাগণ;
সখীদের নিকটেতে দেখি উপস্থিত
বাক্ চাতুরীতে করিলেন বিমোহিত।
কহিলেন ওহে সব মহা ভাগা গণ
কুশলে ত হইয়াছে হেথা আগমন?
ব্রজের ত সুমঙ্গল ওহে সখীগণ
এখন হেথায় আসিবার কি কারণ?
কি কারণে আসিয়াছ কহ বিবরণ
কিবা ইষ্ট তোমাদের করিব সাধন!

১২—১৮

এ রজনী ঘোররূপা ইহাতে এখন
ভয়ঙ্কর প্রাণী সব করে বিচরণ,

অতএব গৃহে ফিরে যাও সখীগণ,
স্ত্রী-লোকের অনুচিত হেথা আগমন
তোমাদের পতি পিতা ভ্রাতা মাতা গণ
করিতেছে তোমাদের কত অন্বেষণ ;
বন্ধুদিগের আশাঙ্কা না করি উৎপাদন,
এখনই কর সবে ব্রজেতে গমন।
শুনিয়া ঈষৎ প্রণয় কোপে সখীগণ।
অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন ॥
পুনঃ কহিলেন কৃষ্ণ, ওহে গোপীগণ
আসিয়াছ দেখিবারে কুসুম কানন ?
পূর্ণিমা শশধরের রজত কিরণে,
রঞ্জিত হইয়াছে কানন কেমনে,
যমুনানিলের লীলা গতি দ্বারা কত,
কম্পমান তরুপল্লবে শোভান্বিত ;
আসিয়াই থাক যদি ইহা দেখিবারে।
দেখিয়াছ এক্ষণে ফিরে যাও ঘরে ॥
গোষ্ঠে প্রতিগমন করহ এক্ষণে
বিলম্ব না কর সখী এ ঘোর কাননে।
তোমরা সকল সতী গৃহে গিয়া কর
নিজ নিজ পতিদিগের সেবা নিরন্তর ;
বৎস ও বালকগণ করিছে রোদন।
গৃহে গিয়া দুগ্ধপান করাও এখন ॥
যদি এসে থাক' মোর প্রতি স্নেহ বশে।

তাহাতেও দোষ নাই যাও অনায়াসে ॥
সকল জন্তুই প্রীতি হইয়া থাকে মোরে।
হে কল্যাণীগণ! সবে যাও ফিরে ঘরে ॥
অকপটে স্বামী ও স্বামীর বন্ধুদের
সেবা করা, আর পালনাদি সন্তানের,
পরম ধর্ম্ম নারীদের জান' সবে।
অপাতকী স্বামী দুঃশীল হউন ভবে
দুর্ভগ, দুঃশীল বৃদ্ধ জড় কি নির্দ্ধন
সদ্‌গতির অভিলাষিণী পত্নীগণ—
করিবেনা তাঁহাদের ত্যাগ কদাচন।
অনুচিত কার্য্য তাহা শুন সখীগণ ॥
কুল কামিনীদিগের জার সেবন,
স্বর্গচ্যুতির হয় একমাত্র কারণ ॥
ইহা তুচ্ছ অযশস্কর দুঃখময়।
ভয়াবহ সর্ব্বত্র নিন্দিত বিষয় ॥
মোর ধ্যান কিংবা নাম শ্রবণ কীর্ত্তন
করিলে, আমাতে ভক্তি জন্মিবে যেমন
নিকটে আসিলে মোর সেরূপ না হয়।
অতএব গৃহে ফিরে যাও সখীচয়।

১৯—২৭

শুকদেব কহিলেন, শুন নৃপধন
শুনি সবে গোবিন্দের অপ্রিয় বচন,
মহা দুঃখ গুরু ভারে আক্রান্ত তাহারা

অবনত মুখে সবে শ্রীচরণ দ্বারা
করিতেছে সকলেই ভূমি বিলিখন,
অশ্রু ধারায় হইল হৃদয় প্লাবন।
ভগ্ন মনোরথ হইয়া ও বিষণ্ণতায়।
নিমগ্ন হইল তাঁরা দুর্ব্বার চিন্তায় ॥
শোক হেতু তাহাদের শ্বাস ঘন ঘন ;
বিম্বাধর শুকাইল শুনিয়া বচন,
গোপীসব কৃষ্ণ প্রতি অনুরক্ত ছিল,
সর্ব্ব অভিলাষ তারা ত্যাজিয়া আসিল
কৃষ্ণ হন তাহাদের অতি প্রিয়তম
এক্ষণে তাহার মুখে শত্রুর বচন !
কৃষ্ণের বচন শুনি কুপিত হইল।
কোপে তাহাদের কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল ॥
মার্জ্জন করিয়া অশ্রুরুদ্ধ সু-লোচন
গদ্ গদ্ বাক্যে কহে সেই গোপীগণ,
এমন নিষ্ঠুর বাক্য উচিত না হয়,
বিষয় বিভব মোরা ত্যাজি সমুদয়
ভজনা করিয়াছি তব শ্রীচরণ ;
হে স্বাধীন দেব ! আদি পুরুষ যেমন
মুমুক্ষু ব্যক্তিগণে করেন গ্রহণ
মোদের গ্রহণ কর তুমিও তেমন ॥
পতি পুত্রাদির সেবা করাই স্ত্রীধর্ম্ম,
এই উপদেশ দিলে হে ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্ম,

তব সেবাতেই সকলের সেবা হবে,
তুমি যে একমাত্র সর্ব্ববন্ধু ভবে,
তুমিই শরীরীগণের বন্ধু প্রিয়তম,
সবার আত্মা ও নিত্যপ্রিয় মহোত্তম ;
যত আছে শাস্ত্র কুশল ব্যক্তিগণ।
তোমাতেই প্রেম করিছেন অনুক্ষণ ॥
পতি পুত্রাদি দুঃখ দায়ক নিশ্চয়।
তাহাদের লয়ে কিবা হবে দয়াময় ॥
বহুদিন হইল আশা করেছি পোষণ।
এক্ষণে সেই আশা না কর ছেদন ॥
হে পরমেশ্বর ! কৃষ্ণ ব্রজপতি !
প্রসন্ন হও হে নাথ আমাদের প্রতি ॥
আমাদের যে চিত্ত এবং যে করদ্বয়
স্বচ্ছন্দে এতকাল কার্য্যে রত রয়,—
এক্ষণে তাহা তুমি ক'রেছ হরণ,
দয়া কর হে ঈশ্বর কমল লোচন ॥
তব পাদ মূল হইতে চলিতে না পারি।
কেমনে ব্রজেতে যাব বল' গিরিধারী ॥
কিই বা করিব তাহা ভাবিয়া না পাই।
তব হাস্যময় দৃষ্টি ও গীতে গোঁসাই
প্রণয়াগ্নি উৎপন্ন হইল আমাদের
হে গোবিন্দ ! এক্ষণে তব অধরের
সুধা দ্বারা সিঞ্চন কর জনার্দ্দন ;

নতুবা স্মরিয়া হৃদে তব শ্রীচরণ
বিরহাগ্নিতে দগ্ধদেহ সখীচয়
তব পাদ সান্নিধ্য লভিব নিশ্চয় ॥
হে অম্বুজাক্ষ হরি তব পদ তল
কমলার আনন্দ উৎপাদক স্থল ॥
হে অরণ্য জনপদ ! তব পদ তল
যে অবধি স্পর্শ করিয়াছি সখীদল
এবং যে অবধি সেই অরণ্যেতে, হরি—
আপনিই আমাদেরে আনন্দিত করি
রাখিয়াছ, সে অবধি আমরা, মুরারে !
অন্যের নিকটে নাহি পারি থাকিবারে ॥

২৮—৩৬

যে লক্ষ্মীদৃষ্টি পাইতে ব্যস্ত দেবগণ।
সেইলক্ষ্মী তব বক্ষে সদা স্থিত হন ॥
তথাপি তুলসী সনে হইয়া একত্রিত
পদরজঃ সম্ভোগে ইচ্ছুক সতত !
আমরা তাঁহার ন্যায় তব শ্রীচরণে
শরণাপন্ন হইলাম দৃঢ়মনে ;
প্রসন্ন হও হে দেব, দেব নারায়ণ !—
উপাসনা হেতু মোরা করি আগমন
তোমার সুন্দর হাস্য করি নিরিক্ষণ ;
আমাদের প্রেমাগ্নি হয় উদ্দীপন,
তাহাতে তাপিত আছি আমরা এখন

দাসী হইতে দাও ওহে পুরুষ ভূষণ ॥
অলকাদামে আবৃত সুবদন,
গণ্ডদ্বয়ে কুন্তল হয় সুশোভন,
কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হয় হাস্যের সহিত,
অধরে মধুর সুধা রয়েছে নিহিত,
উহা হইতে হাস্যের সহিত কটাক্ষ
বিক্ষিপ্ত হইতেছে হে অম্বুজাক্ষ ;—
অভয় দানে সদা ভুজ প্রসারিত
তব বক্ষ রতিজনক লক্ষ্মীর সতত ;
এইসব দেখি দাসী হইলাম তব ।
আমাদের প্রতি দয়া কর হে মাধব ॥
ত্রিলোকীর মধ্যে আছে নারী কোন জন
তব মধুর বেণুরব করিয়া শ্রবণ ;—
বিমোহিত হইয়া ওহে দয়াময়,
সৎপথ হইতে বিচলিত নাহি হয় ॥
তব এ ত্রৈলোক্য মোহনরূপ নিরিক্ষণ
করিয়া পক্ষী, বৃক্ষ, মৃগ, পশুগণ
রোমাঞ্চ হইয়া উঠে হে পাপনাশন।
যেরূপ আদি পুরুষ, হে পুরুষোত্তম
দেবলোকের রক্ষক হইয়া আপনি,
হইয়াছিলেন অবতীর্ণ, সেইরূপ তুমি
ব্রজের পীড়াপহারী হইয়া এখন
জন্মগ্রহণ করিয়াছ ; হে কৃষ্ণধন

হে পীড়িতের বন্ধু ! সখা হে পাপ নাশক
আমাদের উত্তপ্ত বক্ষ এবং মস্তক
তোমার শীতল করে স্পর্শ কর হরি ;
হে গোবিন্দ ! আমরা তোমার কিঙ্করী ॥

৩৭—৪১

শুকদেব কহিলেন, শুনহ রাজন্
যোগেশ্বরের ঈশ্বর দেব নারায়ণ
আত্মারাম ; তথাপি সেই সখীগণ
কাতরোক্তি করিতেছে করিয়া শ্রবণ
দয়া বশতঃ হাস্য করিয়া আবার
ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন বার বার ॥
দন্ত পংক্তি ও হাস্য হইতে তাঁহার
কুন্দ কুসুমের আভা হইছে বিস্তার।
প্রিয় দরশন হেতু উৎফুল্ল মুখী
সেই সব গোপীগণ তাঁরে ঘিরে থাকি,
সুশোভিত করে যেন নক্ষত্রের প্রায় ;
শশধরে দীপ্তি যেন করে তার কায় ॥
শত বনিতার মাঝে যেন যুথ পতি।
বেণুরবে গান করিছেন রমাপতি ॥
কখন করিয়া গান কখন শ্রবণ
বৈজয়ন্তী মালা কণ্ঠে করিয়া ধারণ,
অরণ্যানি শোভিত করি জনার্দ্দন।
করিছেন চারিদিকে সুখে বিচরণ ॥

কালিন্দীর জ্যোৎস্না স্নাত পুলিনে ছিল।
বালুকায় পরিপূর্ণ ছিল সুশীতল॥
কুমুদগন্ধ ও সুশীতল গন্ধবহ।
মন্দ মন্দ হইতেছিল তথায় প্রবাহ॥
কৃষ্ণ সেই মনোহর পুলিনেতে গিয়া,
আলিঙ্গন করিলেন ভুজ প্রসারিয়া ;
তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ হইল সবাকার।
হইল তাহাদের মনে আনন্দ সঞ্চার॥
ক্রীড়া কটাক্ষ বিক্ষেপ হাস্য পরিহাস
করিয়া, কুমারীদের মিটান অভিলাষ।
সখীদিগের প্রণয় উদ্বোধন করি।
বিহার করাইতে লাগিলেন হরি॥
অনাসক্ত চিত্তে তাঁর কাছে সখীগণ।
মান লাভ করিয়া সুমানিনী হন।
আপনাদিগকে তারা এ বিশ্ব সংসারে।
যাবতীয় স্ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বোধ করে॥
তাহাদের সে সৌভাগ্য গর্ব্ব অভিমান
দর্শন করিয়া তার শান্তি বিধান
করিবার হেতু এবং তাহাদের প্রতি,
প্রসন্ন হইবার কারণেই ব্রজপতি
সেই স্থানেই করিলেন অন্তর্দ্ধান।
সখীগণ ইতস্ততঃ চারিদিকে চান॥

৪২—৪৮

ভাগবত রচিলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
ব্রজেশ্বরীর কর্ম্ম হোক বিমোচন॥
উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশ অধ্যায়

বিরহ সন্তপ্তা গোপীগণের বনে বনে
কৃষ্ণান্বেষণ—

শুক কহেন হে নৃপতি, অদর্শনে যূথপতি
করিণীরা ব্যাকুল যেমন,
অন্তর্হিত গোপীনাথ, একি হইল অকস্মাৎ!
দেখিয়া তাপিত সখীগণ।
সবে চারিদিকে চায়, তাঁরে না দেখিতে পায়,
বিচলিত সকলের মন।
গতি অনুরাগ আর, বিলাস বিভ্রম তার,
হাস্য মনোহর আলাপন ;
ও বিভ্রম দৃষ্টিদ্বারা, চিত্ত আকৃষ্টে তারা
তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিল।
প্রিয়ের হাস্যাদি আর, গতি বিলোকন তাঁর
এবং আলাপাদিতে হইল।
প্রিয়া সকলের মন এ মূর্ত্তি আবিষ্টতম
তখন হইল সুন্দর,

কৃষ্ণবৎ সকলেই, কৃষ্ণাত্মিকা হইয়াই,
আমি কৃষ্ণ বলে পরস্পর ;
অনন্তর তারা সবে, গান করে উচ্চরবে ;—
কোথা কৃষ্ণ !—করে অন্বেষণ ॥
ভ্রমিছে উন্মত্ত প্রায়, জিজ্ঞাসে যাহারে পায়
পেয়েছ কি কৃষ্ণ দরশন ?
যিনি আকাশের ন্যায়, প্রাণীদের সমুদয়,
বাহ্য ও অন্তরে অবস্থিত ;
সেই পরম পুরুষের বার্ত্তা কহে সকলের ;
নিকটেতে করি যোড় হাত।
বনস্পতিগণে বলে, হে অশ্বত্থ প্লক্ষ শালে
এ পথে কি গিয়াছেন হরি ?—
প্রেম হাস্য বিলাসিত, কটাক্ষে মোদের চিত
পলাইল অপহৃত করি !
হে চম্পক হে অশোক হে পুন্নাগ,, কুরুবক
রামানুজে দেখেছ কি কেহ ?—
দিয়া সুমধুর হাসি, মানিনীর মান নাশি
কোথা পলাইল সূক্ষ্ম দেহ
গোবিন্দ চরণে ধনী, কল্যাণী তুলসী রাণী
অলি সহ অচ্যুত, তোমায়
ধারণ করিয়া থাকে, দেখেছ কি তুমি তাকে ?
বল বল ধরি তব পায় !
হে বিল্ব হে আম্র বৃক্ষ, দেখেছ কি অম্বুজাক্ষ
কোন পথে গেলেন চলিয়া !

হে ন্যগ্রোধ ! নীপ, নাগ, তোমাদেরে দিয়া ডাক
গিয়াছেন কি কথা বলিয়া ?
হে মালতী হে মল্লিকে, বেলী, জাতি হে যূথিকে
তোমাদেরে করে পরশিয়া
নাচাইয়া সকলেরে, নখাগ্রে চিহ্নিত করে
গেলেন কি এই পথ দিয়া ?
হে চূত ! কুল পিয়াল, কোবিদার সুবিশাল
হে পনস, অর্ক জম্বু আর
তমাল, হিন্তাল, তাল, কদম্ব, অসন, শাল
সন্ধান কি পেয়েছ তাঁহার !
পর প্রয়োজন তরে যাহারা যমুনা তীরে
জন্মিয়াছ অন্য বৃক্ষগণ,
দেখেছ কি এই পথে, যাইবারে প্রাণনাথে ;
শূন্য চিতে খুঁজি অনুক্ষণ !!
হে পৃথিবী ভাগ্যবতী তোমাতে তাঁহার গতি
পাদ স্পর্শে ধন্য হইলে তুমি,
তাই বৃক্ষ ও লতায়, রোমাঞ্চিতের ন্যায়
দেখাইছে সর্ব্ব বন ভূমি ?
এ আনন্দ পাদস্পর্শে, কিম্বা বহু পূর্ব্ব বর্ষে
ত্রিবিক্রমের পদ লাভে,
কিংবা বরাহের কালে, তাঁর কৃপা পেয়েছিলে
এ আনন্দ মাধবেরে সেবে ! !

হে হরিণ পত্নিগণ আমাদের কৃষ্ণধন
নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি করি
প্রিয়া সহ, তোমাদেরি নয়নের তৃপ্তি করি,—
এখানে কি আসিলেন হরি।
এই যে এখানে তাঁর কুন্দ কুসুম হার
হইতে গন্ধ হয় বহির্গত,
কমল ধারণ করি কমল লোচন হরি
গেলেন কি ধরি এই পথ ?
প্রিয়াস্কন্ধে বাহু রাখি, গেলেন কি কমলাখি
আনন্দিত করি তোমাদেরে।
এই পথে গেল কিবা তুলসীর গন্ধ লোভা,
অলিকুল সমভিব্যাহারে !—
মেলী প্রণয় নয়ন প্রণতি অভিনন্দন
করিয়া কি গেলেন শ্রীহরি।
ওগো সখি ! কৃষ্ণ কথা জানে এই বনলতা,
বল লতা তব পায়ে পরি।
ইহারা প্রিয়েরে ধরি বাহু আলিঙ্গন করি,
রহিয়াছে বটে অনুক্ষণ
কিন্তু যাইতেছে দেখা, নিশ্চয় সে বাঁকা সখা,
এই পথে করিল গমন।
জিজ্ঞাসা করলো সখী, লতা গুল্মগণে ডাকি ;
নখ দ্বারা স্পর্শ কি করিল
দেখি যে পুলক শালী বুঝি সেই বনমালী
পরশনে পুলক জাগিল।

রাজন্ ! কৃষ্ণান্বেষণে অতীব বিহ্বলমনে
শ্রীকৃষ্ণাত্মিকা গণ ধায়—
উন্মত্ত, বুদ্ধিহারা, বাক্যাদি কহিয়া তারা
পথে পথে কৃষ্ণ গুণ গায়।

অবশেষে সখীগণ তাঁর বাল্যানুকরণ
করিতে লাগিল ভাব ভরে ;
একজন কৃষ্ণ হইল, অন্যে পুতনা সাজিল
স্তন্যপান করাইল তারে ॥

কেহ হামাগুড়ি দিল কেহ কৃষ্ণ সাজিল
অন্য সখা কেহ বা সাজিছে
কেহ বৎসাসুরে মারে কেহ বেণু গান করে,
কেহ কেহ পুলকে নাচিছে।

কেহ রামরূপে রয়, বকাসুর কেহ হয়,
বকাসুর কেহ বা মারিছে।
এইরূপে ক্রীড়া ক'রে, পরস্পর পরস্পরে
বার বার আহ্বান করিছে ॥

ক'রে নানাবিধ ক্রীড়া, সাধু সাধু বলিয়া
প্রশংসা করিছে কেহ কেহ,
শ্রীকৃষ্ণ মনস্কাগণ করিতেছে বিচরণ
কৃষ্ণ ময় মন প্রাণ দেহ ॥

কেহ স্কন্ধে অপরের, ভুজদিয়া বলে ফের
ভয় নাই ঝঞ্ঝা কি বর্ষায়

জানিবে হে সখীগণ,　　　　আমি সেই কৃষ্ণধন
　　করিয়াছি রক্ষার উপায় ॥

১১—২০

এরূপ কহিয়া বাণী,　　　　উত্তরীয় বস্ত্র খানি
　　উর্দ্ধে কেহ করিয়া ধারণ ;
উঠি কারো শিরোপরি,　　　　রোষে পদাঘাত করি
　　করিলেন কালীয় দমন ॥
আমি দুষ্ট খলদের,　　　　সর্ব্ব দণ্ড বিধানের
　　একমাত্র কর্ত্তাই প্রধান।
রে দুষ্ট ! খল সর্প,　　　　ভাঙ্গিয়াছি তোর দর্প
　　এথা হ'তে করিবে প্রস্থান ॥
কেহ কেহ বলে শুন,　　　　দাবাগ্নি কি ভীষণ
　　সবে কর মুদ্রিত নয়ন,
দেখ সবে এইবারে,　　　　রক্ষা করি তোমাদেরে
　　ভয় নাই ওহে সখীগণ ॥
কেহ মাল্য নিয়া করে,　　　　উদু খলে বান্ধে কারে
　　কুরঙ্গ নয়নী সেই জন।
ভয়েরই অভিনয়,　　　　করি সে ভীতের ন্যায়
　　করে নিজ বদনাচ্ছাদন ॥
এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনে,　　　　পুনর্ব্বার বৃক্ষগণে
　　জিজ্ঞাসেন সর্ব্ব সখিগণ ;—
দেখি সব বনলতা,　　　　পরমাত্মার কথা,
　　ভূমি 'পরে পড়িল নয়ন।

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, দেখি মনে গনে ধন্য,—
এইপথে গেল প্রিয়তম।
সেইপদ চিহ্ন ধরি, অন্বেষণ ক'রে নারী
কিয়দ্দূর করিল গমন॥
তখন দেখিল কেহ নারী পদ চিহ্ন সহ
প্রিয়তম পদ চিহ্ন রহে।
কাতর হইয়া তবে না পাইয়া বল্লভে
দুঃখ সহকারে সবে কহে ;—
পদ পংক্তি একাহার, অনুসরণ করি তাঁর
করিণীর মত কেবা গেল ;
নিশ্চয় স্কন্ধে তার প্রকোষ্ঠ বিন্যস্ত আর
কৃষ্ণ তারে বাসিয়াছে ভাল।
সে রমণী সুনিশ্চয়, অকপট সাধনায়
তুষ্ট করিল প্রিয়তমে।
নতুবা সে শ্রীগোবিন্দ, আমাদের নিরানন্দ
করি কেন গেলেন নির্জ্জনে।
পদ রেণু গোবিন্দের, বাঞ্ছনীয় মহেশের
ব্রহ্মা লক্ষ্মী ইহা শিরে লন।
পাপ প্রক্ষালন তরে এই রেণু ধরি করে,
সখী কর মস্তকে ধারণ॥
পদরেণু পুণ্য প্রদ, কামিনী চিহ্নিত পদ
আমাদের লুব্ধ করে প্রাণ।

লুকাইয়া গোপীগণে　　　করিতেছে নির্জ্জনে
শ্রীকৃষ্ণের মুখ সুধা পান ॥

২১—৩৯

এইখানে চিহ্ন তার,　　　দেখিতে পাইনা আর,
জানা যায় ইহাতে এখন
তৃণাঙ্কুর প্রেয়সীরে　　　পদ তল ক্ষত ক'রে
প্রিয় লয় করিয়া বহন ;—
প্রিয়কে বহন করি,　　　ভারাক্রান্ত হইল হরি
এখানেই অনুমিত হয়।
যেহেতু এইখানে,　　　পদ সকল সমানে
অধিক মগ্ন হইয়া রয় ॥
প্রিয়ার তরে কেশব,　　　তুলিতে কুসম সব
অবতারণ করেন কান্তায়,
দেখ দেখি সখীগণ,　　　পৃথিবীতে এ কেমন
পদাগ্র চিহ্ন দেখা যায়!
সেইজন্য পদ চিহ্ন　　　রহিয়াছে অসম্পূর্ণ,
হেথা পুষ্প করিল চয়ন ;
নিশ্চয়ই এইখানে,　　　বসি নাথ নিরজনে
প্রিয়ার কেশ করিল বন্ধন।
কামী কামিনীর তরে,　　　পুষ্প দ্বারা চূড়া গড়ে
ওগো সখী এইখানে বসি,
কেবা হেন ভাগ্যবতী　　　কৃষ্ণেরে পাইল পতি
ধন্য হইল তারে ভালবাসি?—

শুক কহেন হে ধীমান, ঐ কৃষ্ণ আত্মারাম
আপনিই করিছেন ক্রীড়া।
প্রাণপণে গোপীগণ পারে নাই কদাচন
আনিবারে প্রেমে আকর্ষিয়া।
কামী পুরুষদের দৈন্য আর স্ত্রীগণের
দুরাত্মতা প্রদর্শন করি
তাহাদের ভুলাইয়া প্রেয়সীর সনে ক্রীড়া,
করিয়াছিলেন প্রাণ হরি॥
ঐ সব গোপীগণ, পদচিহ্ন প্রদর্শন
করিয়াই সজ্ঞান হারায়।
ভ্রমন করিছে সত্য যেন তারা উন্মত্ত
বিগত চেতনের প্রায়॥
রাজন! সে কৃষ্ণ তবে, ত্যাজি অন্য গোপীসবে
যে প্রিয়াকে করেন হরণ,
গোপীরা প্রিয়ের প্রতি, অতীব বিলাসবতী
তথাপি ও প্রাণ প্রিয়তম,
ত্যাগকরি সকলেরে, আমারই ভজনাকরে,
নারী মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমি হই॥
চিন্তিলেন সে সুন্দরী মমপরে সব নারী
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রূপে আমি রই
অনন্তর বনদেশে প্রবেশ করিয়া শেষে
কেশবেরে বলে গর্ব্ব করি;—
যাইব বহুত দূরে, বহন করহ মোরে
আর পথ চলিতে না পারি।

কহে তারে কৃষ্ণধন,　　স্কন্ধে কর আরোহন,
তুমি মম প্রাণাধিক প্রাণ।
সে আরোহণোদ্যত　　দেখিয়াই গোপীনাথ
আনন্দে করেন অন্তর্দ্ধান॥
তখন সে সুন্দরী,　　কহে অনুতাপ করি
কোথা গেল প্রিয়তম হরি! —
হা রমণ মহাবাহো,　　কোথায় রহিলে কহ,
আমি অতি দুঃখীনি কিঙ্করী॥
কোথা আছ বাঁকা সখা　　দয়া করে দাও দেখা,
কিবা দোষে ত্যজিলে আমায়;
এ দিকেতে, হে রাজন!　　পদচিহ্ন অন্বেষণ
করিতে করিতে সবে যায়;
দেখিতে পাইল তারা　　এক সখী প্রিয় হারা
বিচ্ছেদে দুঃখিত মোহিত।
অবমাননা ও মান　　যা করেন ভগবান,
তার মুখে শুনিয়া বিস্মিত॥
সকলে আশ্চর্য্য হয়,　　যতক্ষন জ্যোৎস্না রয়
ভ্রমণ করিল বনে বনে;
শেষে হইল অন্ধকার,　　দেখিতে না পায় আর
ক্ষান্ত হইল কৃষ্ণান্বেষণে॥
গায় কৃষ্ণ গুণ চয়　　হইয়া উঠে কৃষ্ণ ময়
গৃহে কারো মনে নাহি পরে।
করে সব সখীগণ,　　কৃষ্ণ কথা আলাপন
কৃষ্ণবৎ কার্য্য সবে করে॥

কৃষ্ণ চিন্তা করি যায়, পুনর্ব্বার যমুনায়
কৃষ্ণ আগমন প্রার্থনায়।
অতি উচাটন মনে, কৃষ্ণ গুণ সর্ব্বজনে
গায় আর রহে অপেক্ষায়॥

৪০—৪৭

ঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ ভাগবত বিরচন
করিলেন জীবোদ্ধার তরে।
দুরাশায় ভর করি পয়ারেতে ব্রজেশ্বরী
রচিলেন শুদ্ধাভক্তি ভরে॥
ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

একত্রিংশ অধ্যায়।

গোপীগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণাগমন প্রার্থনা।

গোপীগণ কহে অতি উৎসাহে,—
কান্ত! তব জন্ম দ্বারা
ব্রজ মণ্ডলী উৎকর্ষশালী
হইয়াছে সুখে ভরা॥
শ্রীলক্ষ্মী ইহাকে সুশোভিত রাখে,
নিরন্তর করে বাস।
ইহাতে ব্রজেশ নাহি দুঃখ লেশ;
আনন্দ সদা প্রকাশ॥
কিন্তু ওহে নাথ করি প্রণিপাত
করযোড়ে নিবেদন;

তোমার বিরহে মনপ্রাণ দহে
দেখা দাও কৃষ্ণধন।
তোমার কারণ জীবন ধারণ
অভাগিণীগণ করে ;
বন উপবন করি অন্বেষণ
না পেয়ে আসিনু ফিরে ;
হে সম্ভোগপতে ! এ নয়ন পথে
আবির্ভূত হও হরি।
তোমার নয়ন ওহে নারায়ণ
ফিরিছে হরণ করি !
শরৎ কালের সুন্দর উৎপলের
অভ্যন্তরের কান্তি
তোমার নয়ন ; দৃষ্টিতে এমন
টুটিল গৃহের ভ্রান্তি।
অতি দুঃখী মোরা তব আঁখি দ্বারা
আঘাত করেছ, তবু—
হে অভিষ্ট প্রদ ! তাহাতে কি বধ
করা নাহি হয় প্রভু ?
ওহে গুণাধার আমরা তোমার
বিনা বেতনের দাসী।
আনন্দিত মনে আসিনু এখানে
শুনিয়া তোমার বাঁশী॥
ওহে ভগবান বিষজল পান
করিতেছিলাম যবে ;

অগ্নি, বজ্রপাত বর্ষা আর বাত
হইতে রক্ষিলে সবে ॥
অঘা বকা সুর বৃষ ব্যোমাসুর
অন্যান্য অসুর নাশি,
নির্ভয় সবার তুমি বার বার
করিয়াছ ভালবাসি ॥
উপেক্ষা এখন কেন নারায়ণ
আজি আমাদের প্রতি !
ওহে প্রিয়তম দাও দরশন
হে পীতাম ব্রজপতি ;
ওহে যদুবীর সকল প্রাণীর
বুদ্ধির সাক্ষী তুমি।
শ্রীনন্দ-নন্দন, লহ নারায়ণ,
শত শত বার নমি ॥
ব্রহ্মার বাঞ্ছায় ওহে যদুরায়
বিশ্বের পালন তরে,—
মহিমা প্রকাশ করিতে শ্রীবাস
জনমিলে নন্দ ঘরে ॥
সংসার ভয়েতে ওহে ব্রজপতে,
যদুকুল ধুরন্ধর ;
লয় যেইজন তোমার শরণ
অভয় প্রদান কর ॥
কমলার কর যেই করে ধর
সে কর মোদের শিরে।

স্পর্শ কর হরি　　　　আমরা কিঙ্করী
গৃহে না যাইব ফিরে ॥
হাস্য শ্রীমুখের　　　　ভক্ত জনের
সর্ব্বনাশ করে, আর—
গর্ব্ব নাশক　　　　মোহ নিবারক
হাস্য হয় তোমার ॥
হে প্রিয় কেশব　　　　মোরা দাসী তব
মোদের ভজনা কর।
রমণী বদন　　　　অতি সুশোভন
আজি প্রদর্শন কর ॥ *
প্রণত দেহীর　　　　পাপ নাশে বীর
পশুদিগের, আর
অনুগমন　　　　করে নারায়ণ
ঐ চরণ তোমার ॥
হে সম্ভোগপতে!　　　　শ্রীলক্ষ্মী উহাতে
সতত করিছে বাস।
ফণি শিরোপরি　　　　অর্পণ করি
করিলে আপন দাস ॥

---

* এই অনুবাদটী টীকা কারের মতে করা হইয়াছে ইহার আর একটী উত্তম অনুবাদ এই,—হে আত্মীয়! তোমার হাস্য রমণীগণের গর্ব্বনাশক। আমাদিগের ভজনা কর এবং স্বীয় মনোহর বদন কমল প্রদর্শন কর।

আমরা কিঙ্করী যাতনায় মরি
দুঃখ নাশ' আর্ত্তি হর ;
হে পদ্ম লোচন তব শ্রীচরণ
বক্ষে অর্পণ কর ॥
মধুর রচিত পদ গ্রথিত
পণ্ডিতগণের সব,
হৃদয় গ্রাহী বাক্যে মুগ্ধ রহি
দয়াময় হে কেশব,
অধর সুধায় ওহে যদু রায়
পুনর্জীবিত কর ;
ওহে প্রাণনাথ করি প্রণিপাত
দেখা দাও মূঢ় হর ॥
যাঁরা, ভুবনের তপ্ত জনের
প্রাণ প্রদ, হে পাবক !
কবিগণ দ্বারা, স্তুত আত্মহারা
কাম ও কর্ম্ম নিবারক,
মঙ্গল সাধক,— কথামৃত তব
শ্রবণ মাত্রেই যারা
অতীব বিস্তারে উচ্চারণ করে,
পূর্ব্ব জনমে তারা
বহু বহুতর সুন্দর সুন্দর
করেছিল কত দান ;

আমরা কিঙ্করী　　　　যাতনায় মরি
দয়াকর ভগবান ॥

১—৯

হে প্রিয় কপট,　　　　ব্রজ-নব নট,
প্রাণ প্রিয়তম হরি ;
ওহে বাঁকা সখা,　　　　এবে দাও দেখা
যাতনায় সবে মরি ॥
যাহা চিন্তি হয়,　　　　মঙ্গল নিশ্চয়,
সেই হাস্যই তোমার।
প্রেম-প্রেক্ষিত　　　　কটাক্ষ, অচ্যুত
আর হে সেই বিহার ;
হৃদয় গ্রাহিনী　　　　সে মধু যামিনী
নিভৃত সঙ্কেত ক্রীড়া।
আমাদের চিত　　　　হইছে ক্ষুভিত ;
সে সব মনে করিয়া,
হে নাথ বঙ্কিম !　　　　ওহে ত্রিভঙ্গিম,
গোপীগণ প্রাণ সখা ;
হে কান্ত হে নাথ,　　　　করি যোড় হাত
কর দয়া, দাও দেখা ॥
পশু চারণ　　　　করিয়া যখন
ব্রজেতে গমন কর,
শ্যাম বরণ,　　　　কোমল চরণ,
করকা কি তৃণাঙ্কুর,—

হইতে যাতনা ওহে কাল সোনা
যদি পাও, চিন্তি মনে
হে নাথ এ হিয়া ব্যাকুল হইয়া
উঠে যেন ক্ষণে ক্ষণে ॥
দিন মান শেষে ধেনু ল'য়ে এসে
নিবিড় ধূলি পটলে
ধূসরিত কায়, কুন্তল চূড়ায়
কত ধূলি গণ্ড মূলে ;
নীল বর্ণ কেশ দ্বারাতে ব্রজেশ
আবৃত তব বদন।
করি প্রদর্শন মোদের মদন
কর মনে উদ্দীপন ॥
কিন্তু হে ত্রিভঙ্গ কিছুতেই সঙ্গ
না দাও ইহাতে হরি ;
তোমাকে কপট বলিব কি শঠ
তাহাই চিন্তা করি ॥
অতনু জনিত হই হে পীড়িত,
হে দয়াল আৰ্ত্তিহর ;
হে নাথ রমন তোমার চরণ
প্রণত জনের পর—
বর্ষে সুমঙ্গল অভিষিত ফল
করে সদা বরিষণ ॥
লক্ষ্মী সেবা করে ওপদ শ্রীকরে ;
পৃথিবীর সুশোভন

আপৎ কালীয়　　　　চির চিন্তনীয়,
সুখপ্রদ সেবাকালে ।
প্রার্থনা করি　　　　ওহে প্রাণ হরি
দাও পদ হৃদিস্থলে ॥
সুরত বর্দ্ধন　　　　শোক বিনাশন,
সুখ শব্দায় মান ;
বেণু মনোহর　　　　তোমার অধর
অমৃত করিছে পান ॥
সার্ব্ব ভৌমাদি　　　　সুখেচ্ছা যদি
করে কভু কোন জন,
মুখামৃত তব　　　　পাইলে বল্লভ
হয় সব বিস্মরণ ॥
একান্ত অন্তরে　　　　ডাকিহে তোমারে
হে পরাণ প্রিয়তম !
তব মুখামৃত　　　　হে বিশ্ব প্রণিত
আজি কর বিতরণ ॥

১০—১৪

দিবসে যখন　　　　করহে ভ্রমণ,
তুমি শ্রীবৃন্দাবনে ।
ক্ষণার্দ্ধ তোমায়　　　　না দেখিয়া হায় ;
যুগ বলি হয় মনে ॥
দিনান্তে আবার　　　　আসিলে তোমার
কুন্তল শোভিত মুখ ;—

করি নিরিক্ষণ ওহে নারায়ণ
পাই হে অসীম সুখ ॥
অনিমিষে তোমা দেখিতে পারিনা,
বামখল প্রজাপতি ;
চক্ষু পক্ষ্ম দিয়া আঁখি গড়াইয়া,
করিল এমন ক্ষতি ।
ওহে যদুপতি, তুমি গীতগতি
অবগত আছ ভাল।
তব উচ্চগীত শুনিয়া মোহিত,
হইয়া ওহে দয়াল,
ভ্রাতা পুত্র পতি বান্ধবাদি জ্ঞাতি,
সকল ছাড়িয়া, তবু—
আসিয়াছি হেথা, কেন আর ব্যথা
দিতেছ হে প্রাণপ্রভু ॥
এ ঘোর রজনী আমরা রমণী
তোমার ভরসা করি।
ইঙ্গিত আদেশে কাননেতে এসে,
এখন ভয়েতে মরি ॥
এই নিশাকালে আমরা সকলে
শরণাগতা মুরারে।
হে শঠ মোদেরে এবে ত্যাজিবারে
তুমি ভিন্ন কেবা পারে ॥
ওহে নীলমণি, প্রেমোৎপাদিনী,
নিভৃত সঙ্কেত ক্রীড়া,

সহাস্য বদন,   সপ্রেম চাহন,
    তোমার কটাক্ষ দ্বারা ;—
এবং শ্রীলক্ষ্মীর   বাসস্থান স্থির
    বিশাল বক্ষ দেখি ;
অতি স্পৃহা হয়,   তাহে সখীচয়
    সতত মুগ্ধ থাকি ॥
হে সখে কেশব   আবির্ভাব তব
    ব্রজ বনবাসীদের।
দুঃখ নাশক,   জ্ঞান প্রকাশক ;
    শুভ স্বরূপ অখিলের ॥
এ'রূপে তোমার   মোরা বারবার
    মুগ্ধ হইয়া পড়ি।
আমাদের চিত   ব্যাকুল সতত,
    তব লাভাকাঙ্খায় হরি ॥
যে ঔষধে হয়,   আরোগ্য নিশ্চয়,
    নিজ জন হে শ্রীবাস ;
কার্পণ্য ত্যজিয়া   সে ঔষধ দিয়া
    হৃদ্ রোগ কর নাশ ॥
প্রিয় কৃষ্ণধন   তুমিই জীবন ;
    পাছে ব্যথা লাগে পদে,
সন্তর্পণে হরি   হৃদয়েতে ধরি ;
    তব পদ কোকনদে ॥
সেই পদে বন   করিছ ভ্রমণ,
    ক্ষুদ্র পাষাণে হয়
ব্যথা তব পায়   ওহে যদুরায়
    চিন্তি প্রাণ ব্যস্ত রয় ॥

১৫—২৫

এ গ্রন্থ রচন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন
করিলেন শুদ্ধ চিতে।
পয়ারে তৈয়ারী করে ব্রজেশ্বরী
ভব দুঃখ বিনাশিতে॥

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা।

শুকদেব কহিলেন শুনহ রাজন্,
গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে করিতে দর্শন
বিলাপ করিয়া বহু গীত গান করে,
ক্রন্দন করিছে সবে সুমধুর স্বরে॥
বিলাপ করিতে করিতে বহুতর।
ক্রন্দন করিয়া গান করে সুমধুর॥
এমন সময়ে হাস্যমুখ পীতাম্বর।
বনমালী সাক্ষাৎ মন্মথেশ্বর,
কৃষ্ণ তাহাদের কাছে হন আবির্ভূত।
দেখিয়া গোপীরা হইলেন আনন্দিত॥
সম্মুখে তাহাদের দেখি প্রিয়তম।
প্রফুল্ল হইয়া উঠে কমল নয়ন॥
প্রাণ ফিরিয়া আসিলে সেইক্ষণ,
নড়িয়া উঠে হস্ত ও পদাদি যেমন॥
তেমনি শ্রীকৃষ্ণ লাভে যেন সখীগণ
পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল তখন॥

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দে কোন গোপীগণ।
তাঁহার কমল কর করেন ধারণ॥
কোন কোন গোপীকারা হাসিতে লাগিল।
চন্দনে চর্চ্চিত বাহু স্কন্ধে কেহ দিল॥
চর্ব্বিত তাম্বুল কেহ করিল গ্রহণ।
বিরহ সন্তপ্তা কোন কোন্ সখীগণ
পাদ যুগল স্বীয় বক্ষেতে রাখিল।
কেহ বা প্রণয় কোপে বিহ্বল হইল॥
কেহ বা ভ্রূকুটি করি কটাক্ষেতে চায়।
ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া দেখায়॥
কোন কোন কামিনী অনিমেষ চোখে।
বার বার বঁধুয়ার মুখচন্দ্র দেখে॥
নয়নেতে মুখ সুধা করিতেছে পান।
বঁধুরে পাইয়া যেন জুড়াইল প্রাণ॥
শ্রীকৃষ্ণের চরণ দর্শনে সাধুগণ
কিছুতেই পরিতৃপ্ত না হয় যেমন ;
সেইরূপ সেই সমুদয় অবলার,
না হইল কিছুতেই শান্তি পিপাসার॥
অনন্তর সেই স্থানে কোন সখী করে
নেত্র দ্বারা একেবারে হরণ তাঁহারে॥
হৃদয়ে লইয়া আঁখি করি নিমীলন।
পুলকিত হইয়া করিয়া আলিঙ্গন॥
আনন্দময়ী হইয়া, হইয়া পুলকিত
যোগীর ন্যায় রহিলেন অবস্থিত॥
মুমুক্ষু ব্যক্তিরা ব্রহ্ম পাইলে যেমন
এই সংসারের দুঃখ করেন মোচন ;—
সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন জনিত,

আনন্দে সুখিনী হইয়া সখী যত ;
সখার বিরহ হেতু সন্তাপ সকল।
পরিত্যাগ করিল ও নিশ্চিন্ত হইল ॥
হে রাজন্! তখন ভগবান অচ্যুত,
বিধূত-পাপা গোপিনীগণে পরিবৃত ;
এবং হইয়া সত্ত্বাদি গুণেতে বেষ্টিত ;
পরমাত্মার ন্যায় হন শোভান্বিত ॥

১—১০

সুখময় কালিন্দী পুলিনে তখন
গোপীগণেরে ল'য়ে মদনমোহন ;
আরম্ভ করিলেন খেলা করিবারে।
হাস্যরস আলাপন এবং বিহারে ॥
বিকাশোন্মুখ কুন্দ মন্দারের গন্ধে,
মিশ্রিত বায়ুতে অলি, চালিত আনন্দে ;
অলিকুল চারিধারে চলে অনুক্ষণ ;
বহিতেছে সুশীতল মন্দ সমীরণ ;
কিরণ ছড়ায়ে শরচ্চন্দ্রের উদয়।
তাহে নৈশ অন্ধকার দূরীভূত হয় ॥
কালিন্দী তরঙ্গ-রূপ কর দ্বারা তার,
ক'রেছিল চারি ধারে বালুকা বিস্তার ॥
কৃষ্ণ দরশনে আনন্দিত সখীগণ।
মনোব্যথা তাহাদের হইল মোচন ॥
কর্ম্ম কাণ্ডেতে শ্রুতি সমূহ যেমন,
না পাইয়া পরমেশ্বরের দর্শন,
কর্ম্মের অনুগমন পূর্ব্বক যেন।
থাকে সদা অপূর্ণ কামের মতন ॥
জ্ঞান কাণ্ডে পরমেশ্বরকে তারপরে।
দেখিয়া আহ্লাদে পূর্ণকাম হইয়া করে ॥

কামানুবন্ধ পরিত্যাগ সেইক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গোপীদিগেরও তেমন॥
একেবারে পূর্ণকাম হইল তখন।
তারপর সেইখানে ব্রজগোপীগণ॥
বক্ষ-কুঙ্কুম রঞ্জিত আপন আপন
উত্তরীয় বসনেতে রচিল আসন॥
যোগীশ্বরের হৃদয়ে যাহার আসন।
বিস্তৃত রহিয়াছে—সেই নারায়ণ॥
গোপী সভাগত হ'য়ে কল্পিত আসনে।
উপবিষ্ট হইলেন আনন্দিত মনে॥
ত্রৈলোক্যেব যত শোভা করিয়া হরণ।
একমাত্র স্থানভূত শরীর ধারণ॥
গোপী মণ্ডলীর মধ্যে হ'য়ে সম্মানিত।
শোভা পাইতে লাগিলেন ব্রজ গোপীনাথ॥
তখন গোপীকারা হাস্য সম্বলিত
সুন্দর লীলা-কটাক্ষ-বিভ্রম-শোভিত;
ভ্রূযুগ, এবং অঙ্ক স্থাপিত তাঁহার
কর চরণ মর্দ্দন দ্বারা, সর্ব্বাধার
সেই অতনুদ্দীপক গোবিন্দেরে সবে,
সম্মান করিয়া ঈষৎ কুপিত ভাবে;
কহিতে লাগিলেন সেই সখীগণ।
হে কৃষ্ণ! কোন্ ব্যক্তি অন্য একজন
ভজনা করিলে পর, ভজনা সে করে
উহার বিপরীত বা কোন্ ব্যক্তি করে॥
আর উভয়ের কাহাকেও কোন্‌জন।
ভজনা না করে তাহা করহ বর্ণন॥

১১—১৬

ভগবান কহিলেন শুন সখীগণ।
যাহারা সচেষ্ট স্বার্থ করিতে সাধন,
তাহারাই পরস্পর করেন ভজনা।
ধর্ম্ম বা সৌহার্দ্দ্য ইথে কিছুই থাকেনা॥
স্বার্থই একমাত্র উদ্দেশ্য তাহার।
তা'দের ভজনা করে, হেন ব্যক্তি যত
দুই প্রকারের তারা পিতা মাতা মত॥
প্রথম দয়ালু ও দ্বিতীয় স্নেহময়।
ঐ ভজনা এই দুই প্রকারের হয়॥
উক্ত ভজনা দ্বারা দয়ালু ব্যক্তিগণ।
নিষ্কৃতি ধর্ম্ম লাভ করে সখীগণ॥
স্নেহময় ব্যক্তিরা সৌহার্দ্দ্য প্রাপ্ত হয়।
আনন্দিত ধর্ম্ম সৌহার্দ্দ্য দুইই রয়॥
যাহারা আত্মারাম, আপ্তকাম আর
গুরুদ্রোহী, ভজনা যে না করে কাহার
দূরেই থাকুক সখি, তাহাদের কথা।
যাহারা ভজনা করে হে সখি, সর্ব্বদা
তাহাদেরও ভজনা না করে যেইজন ;
তাহাদিগের কথাও শুন সখীগণ॥
যাহারা আমার সদা করেন ভজনা।
আমি কিন্তু তাহাদের ভজনা করিনা॥
কেননা সখি তাহা হইলে তারপর।
করিবে আমার চিন্তা সেই নিরন্তর॥
যেমন ধন লভি' নির্ধন যে জন,
হারাইয়া ফেলে যদি সে ধন কখন ;
ধনের চিন্তায় সে নিমগ্ন থাকিয়া।
চিরতরে অন্য চিন্তা যাইবে ভুলিয়া॥

এইরূপ তোমরাও মোর তরে আজ,
না ভাবিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম লোক ও সমাজ ;
জ্ঞাতিদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ।
নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিতেছ ॥
এই হেতু হইয়াছিলাম অন্তর্হিত।
না দেখিয়া তোমরা হইলে ব্যথিত ॥
লুকাইয়া তোমাদেরই ক'রেছি ভজনা।
হে প্রিয়া, প্রিয়ের প্রতি আর করিও না ॥
কোনরূপ দোষারোপ, করি অনুনয়।
মোর প্রতি দোষারোপ উচিৎ না হয় ॥
তোমরা যে দৃঢ়তর গৃহ শৃঙ্খল,—
ছেদন করিয়া আসিয়াছ সখীদল ;
আসিয়া মিলিত হইয়াছ মোর সনে।
পারেনা কিছুতে নিন্দা হ'তে এ মিলনে ॥
পাইলেও আমি পরমায়ু দেবতার ;
পারিবনা তোমাদের প্রত্যুপকার
করিবারে কখনও, অতএব আমি।
তোমাদের সুশীলতায় হইনু অঋণী ॥
প্রত্যুপকার দ্বারা অঋণী হইতে,
নাহি পারিলাম সখী আর কোনমতে ॥

১৭—২২

ভাগবত রচিলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
ব্রজেশ্বরী এই সুখে মত্ত অনুক্ষণ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

ত্রয়োস্ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের রাস লীলা।

শুকদেব কহিলেন ওহে নৃপধন,
অতিশয় সু-কোমল-চিত্তা গোপীগণ॥
কৃষ্ণের সান্ত্বনা বাক্য করিয়া শ্রবণ,
পূর্ণকামা হইয়া বিরহ কারণ
সন্তাপ পরিত্যাগ করিল তাহারা।
পরমানন্দে পরস্পর বাহু দ্বারা
বাহু বন্ধন করিল সেইক্ষণ॥
স্ত্রী-রত্নে বেষ্টিত হ'য়ে গোবিন্দ তখন
রাসলীলা আরম্ভ করে কৃষ্ণধন।
রাসোৎসব আরম্ভ হইলে সেইক্ষণ॥
গোপী-মণ্ডলে-মণ্ডিত হৃষিকেশ,
প্রতি দুই জন মধ্যে করিয়া প্রবেশ,
করিলেন গোপীকাদের কণ্ঠ ধারণ॥
তাহাতে প্রত্যেকে মনে করিল তখন,
থাকিলেন আমারই কাছে নারায়ণ।
রাসোৎসব আরম্ভ হইলে তখন,
সস্ত্রীক সমাগত হইলে দেবগণ,
পরিপূর্ণ হইল সেই আকাশ তখন॥
তাহাদিগের বিমান সমূহে সুন্দর
আকাশ পরিব্যাপ্ত হইল, তারপর
আকাশ হইতে দুন্দুভি ধ্বনি হয়।
পুষ্প বরিষণ করে দেবতা নিচয়॥

সস্ত্রীক গন্ধর্ব্বপতিগণ করযোড়ে।
শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মল যশোগান করে॥
রাস-মণ্ডলে প্রিয়-সঙ্গতা সখীদের,
কিঙ্কিণী বলয় আর পদ নূপুরের,—
তুমুল শব্দ হইতে লাগিল তখন।
গোপীকাগণের মধ্যে নন্দের নন্দন
যেন স্বর্ণ বর্ণ মণিগণেতে মণ্ডিত ;
মরকত মণির ন্যায় হন সুশোভিত॥
বঙ্কিম কটিতট আর পদন্যাস,
কুচ-ভুজ কম্পিত সহাস্য ভ্রূবিলাস ;
বিস্রস্ত বস্ত্র এবং গণ্ড স্থলে নানা
দোদুল্যমান কুণ্ডলে শোভমানা ;
কৃষ্ণ কামিনীদিগের বদন কমল।
অতিশয় ঘর্ম্মেতে আপ্লুত হইল॥
শ্লথ হইয়া পড়িল কাঞ্চী ও কবরী।
সবে গান করে তাঁর চতুর্দ্দিকে ঘেরি'॥
তখন মেঘ-চক্রে তড়িন্মালার ন্যায়।
বিরাজ করিতেছিল সখী সমুদয়॥
নানা রাগে রঞ্জিত-কণ্ঠী সখীগণ
করিতে করিতে নৃত্য সেই নারায়ণ—
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শে আনন্দিত মনে।
উচ্চৈঃস্বরে গান আরম্ভিল সেইক্ষণে॥
কৃষ্ণের গুণাবলী গাহিতে লাগিল।
ব্রহ্মাণ্ড তাহাতে পরিপূর্ণ হইল॥
শ্রীকৃষ্ণ যে সকল স্বর যে প্রকারে
আলাপ করিতেছিল, সখীগণ তারে
আপনাদিগের সেই সমবেত গীত

না মিলাইয়া তাঁর আলাপ সহিত,
বিবিধ প্রকারে সবে আলাপ করিল।
আনন্দিত হইয়া কৃষ্ণ সাধুবাদ দিল॥
সেই স্বরালাপ সহ সর্ব্ব গোপীগণ।
ধ্রুব তালে পরিণত করিল তখন॥
শ্রীনন্দনন্দন—অতিশয় সমাদর
করিলেন তাহার ; হে কুরু নৃপবর॥
রাসে পরিশ্রান্ত হওয়ায় কোন গোপীকার।
বলয় মল্লিকা শ্লথ হইয়া পড়ে ; আর—
সে সুন্দরী বাহুদ্বারা করিল ধারণ।
পার্শ্বস্থ মাধবের স্কন্ধ সেইক্ষণ।
পদ্মবৎ সুগন্ধি ও চন্দনে চর্চ্চিত
শ্রীকৃষ্ণের পদ্ম-হস্ত কণ্ঠেতে বেষ্টিত॥
এক গোপী আঘ্রাণে সেই কর কমল।
রোমাঞ্চিত হইয়া চুম্বন করিল॥

১—১১

করিতে করিতে নৃত্য কামিনী কুলের
কুণ্ডল দুলিতেছিল, এবং দুলের
আভায় কৃষ্ণের গণ্ড হয় সুশোভিত।
কোন নারী আপনার গণ্ডের সহিত
কৃষ্ণের গণ্ডস্থল যোজনা করিল।
চর্ব্বিত তাম্বুল তাঁরে কেহ আনি দিল॥
এক গোপী নৃত্য গীত করিবারে ছিল,
নূপুর ও মেখলা পদের বাজিতে লাগিল;
অবশেষে শ্রান্ত হইয়া করে সে তখন।
অচ্যুতের মঙ্গল কর বক্ষেতে স্থাপন॥
লক্ষ্মীর একান্ত বল্লভ কান্তকে পাইয়া।

এবং বাহু দ্বারা কণ্ঠে গৃহীত হইয়া।—
করিতে করিতে গান ব্রজসখীগণ,
আরম্ভ করিল সবে বিহার তখন ॥
রাস সভায় গান করে অলিগণ,
সেই সভায় সেই ব্রজ সখীগণ,
বলয় নূপুর ও কিঙ্কিনী বাদ্যের
সহিত যখন সেই শ্রীভগবানের
সমভিব্যাহারে নৃত্য করিতে লাগিল।
কর্ণোৎপল ও অলক ভূষিত কপোল,
ও ঘর্ম্মবিন্দু দ্বারা শ্রীমুখ সবার;
অপূর্ব্বরূপ শোভা করিছে বিস্তার;
তাহা সবাকার কেশ হইল চঞ্চল।
তাহাতে মালা ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল ॥
আপনার প্রতিবিম্ব লইয়া যেমন
বালক ক্রীড়া করে, অচ্যুত তেমন
এই প্রকারে আলিঙ্গন, করমর্দ্দন
আর স্নিগ্ধ কটাক্ষ বিক্ষেপ এবং
উদ্দাম বিলাস ও হাস্যাদি দ্বারা।
ব্রজসুন্দরী সকলের সনে ক্রীড়া
করিবারে লাগিলেন ভগবান হরি।
তাঁহার অঙ্গ সঙ্গ হইতে যে মাধুরী
সহকারে আনন্দ হইল উৎপাদন।
তাহাতে হইল সুখী সর্ব্ব সখীগণ ॥
আকুল হইয়া পড়ে ইন্দ্রিয় সকল।
হে রাজন্! সেই ব্রজসুন্দরীর দল
ভ্রষ্ট মালা কেশ দুকুলাদি, আভরণ
সমর্থ না হইল আর করিতে ধারণ ॥

দর্শন করিয়া কৃষ্ণের রাস বিহার
খেচর নারীরাও মুগ্ধ হইল ; আর
চন্দ্রমা বিস্মিত হন তারকা সহিত।
নিজগতি ভুলিলেন হইয়া মোহিত ॥
সুতরাং রজনী বৃদ্ধি হইল, আর
সেইহেতু বহুক্ষণ হইল বিহার ॥

১২—১৮

আত্মারাম হইয়াও ভগবান হরি।
যতজন গোপিনী ততরূপ ধরি—
তাহাদিগের সহিত করি'ছেন ক্রীড়া ॥
হে রাজন্। বহুক্ষণ এরূপ করিয়া
অতীব শ্রান্ত হইয়া পড়িল যখন।
প্রেম বশে দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ সেইক্ষণ ॥
শুভ হস্ত দ্বারা গোপীর মুখ-মণ্ডল
মুছাইয়া দিলেন ; হয় সুখিত সকল
তাঁর নখস্পর্শে গোপীর আনন্দ জন্মিল।
তাহার আনন্দে সবে উৎফুল্ল হইল ॥
প্রভাশালী স্বর্ণ কুণ্ডল ও তাহার
দীপ্তি মণ্ডিত গণ্ডস্থলের সবার
শোভা ও শুভ হাস্য মুখ ভঙ্গিমা,
ও কটাক্ষ বিক্ষেপ দ্বারা সম্মাননা
করিয়া, তাঁহার গুণ কীর্ত্তি সমুদয়
গান করিতে লাগিলেন ব্রজ সখীচয় ॥
অবশেষে করিণী সকলে পরিবৃত,
ভগ্নসেতু অতিশ্রান্ত গজরাজ মত,
শ্রম নাশ হেতু কৃষ্ণ লয়ে সখীগণ। —
একত্র করিলেন সবে জলে অবতরণ।

মধুকরগণ করে পশ্চাতে গমন ॥
হে রাজন্ ! জল মধ্যে সে যুবতীগণ
প্রেম সহকারে সবে হাসিয়া হাসিয়া ;
চারিদিক হইতে জল প্রক্ষেপ করিয়া ;—
অভিসিক্ত করে তাঁরে, আর দেবগণ—
আকাশ হইতে করি পুষ্প বরিষণ
লাগিলেন স্তব পূজা করিতে তাঁহার ।
আত্মারাম হইয়াও সেই গুণাধার
গজরাজের লীলা ধারণ করি, আর—
এইরূপে লাগিলেন করিতে বিহার ॥
অনন্তর লইয়া অলি ও সখীগণে
মদশ্রাবী করীর মত বন উপবনে
এই প্রকারে কৃষ্ণ করেন ভ্রমণ ।
বন উপবনের নানাবিধ মনোরম
জলজ ও স্থলজ পুষ্পের গন্ধ বহন
করিয়া, ঐ উপবনে বহে সমীরণ ॥
হে নৃপ ! সত্য সঙ্কল্প অনুরাগিনী
রমণী মণ্ডলে পরিবৃত হইয়া তিনি ;
আপনাতে শুক্ররূদ্ধ করি তারপর ;
এইরূপ রাস করিলেন মনোহর ॥
নিশাকর কর শোভিত রস আর
শরৎকালীন রস কাব্যেতে যাহার
ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, সে সব রসের
আশ্রয়ীভূত নিশা-সে রস-রাজের,
এরূপে সম্ভোগ হয়, তিনি আপনাতে
শুক্ররূদ্ধ করি লীলা করেন ব্রজেতে ॥

১৯—২৫

পরীক্ষিত জিজ্ঞাসেন, হে গুরু ব্রহ্মন্ !
অধর্ম্মের দণ্ড আর ধর্ম্ম সংস্থাপন
করিতেই অবনীতে অবতীর্ণ হরি।
ধর্ম্ম সেতুর একা, কর্ত্তা রক্ষাকারী
হইয়াও নারায়ণ হেন অনাচার
করিলেন কিবা হেতু, এই পরদার
সম্ভোগ-রূপ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান,
কি প্রকারে করিলেন স্বয়ং ভগবান॥
ওহে গুরু ! আপ্তঃকাম নন্দের নন্দন
তথাপিও তাঁর নিন্দনীয় আচরণ,
কেন বা হইয়াছিল, কিবা অভিপ্রায়,
বিস্তারিয়া নিঃসন্দেহ করুন আমায়॥
শুকদেব কহিলেন, হে মহারাজন্ !
ঈশ্বর দিগের এই ধর্ম্মাতিক্রম
এবং গিয়াছে দেখা বহুত সাহস,
তাহাতে তেজস্বীদিগের নাহি হয় দোষ॥
সকলই ভোজন অগ্নি করেন যেমন।
দোষ স্পর্শ সম্ভবেনা ঈশ্বরে তেমন॥
যাহারা ঈশ্বর নহে তাহারা কখন।
করিবেনা কভু এতাদৃশ আচরণ॥
রুদ্র ব্যতিত অন্য কোন মূঢ় জন।
বিষ পান করিলেই মরিবে তখন॥
ঈশ্বরদিগের বাক্য সত্য, হে রাজন্ !
কখন কখন সত্য হয় আচরণ॥
অতএব তাঁরা যাহা বলেন যখন।
তাহা করিবেন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ॥
ঐ সকল ব্যক্তির নাহি অহঙ্কার।

মঙ্গলানুষ্ঠান হ'তে কদাপি ইহার
ধরায় কোন অর্থের সম্ভাবনা নাই।
অমঙ্গল আচরণ হইতেও তাই
অমঙ্গলে অনর্থের নাই সম্ভাবনা।
সুতরাং যিনি এই তির্য্যক, ও নানা
প্রকার মনুষ্য এবং দেবতা বিশ্বের,
ঈশ্বর ও যাবতীয় সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের,
অধিপতি, তাঁহার কুশলা-কুশল,
হে রাজন্! কোথায় বা সম্ভাবনা বল॥

২৬—৩৩

যাঁর পদারবিন্দের সেবক সুজন
পরিতৃপ্ত ভক্তগণ এবং জ্ঞানীগণ;
কর্ম্ম বন্ধ দূর করি যোগ প্রভাবে,
স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে শান্তি ভাবে,
সংসারে আর কভু বন্ধ নাহি হন।
স্বেচ্ছায় করেন তিনি শরীর ধারণ॥
কি প্রকারে কর্ম্ম বন্ধ হয় বা তাহার।
যিনি ব্রজ গোপীদের গোপদের আর
সকল দেহীর অন্তরে বিরাজিত।
যিনি চরাচর সকলের সাক্ষীভূত,
স্বয়ং তিনি ক্রীড়াচ্ছলে শরীর ধারণ
করিয়াছিলেন; জীবের মঙ্গল কারণ॥
তিনিই মনুষ্য মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
এইরূপ ক্রীড়াদি করেন আচরণ॥
এই যাবতীয় কথা শুনিলেই জীবে।
তাঁর প্রতি ভক্তিমান হইতে পারিবে॥
হে রাজন্! কৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মবাদিগণ।

করে নাই অসূয়া প্রকাশ কখন ॥
কারণ তাহার মায়ায় মুগ্ধ সর্ব্বজন।
মনে করিত তাদের স্ব স্ব পত্নিগণ
তাহাদিগের পার্শ্বেই আছে অবস্থিত
অনন্তর ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত উপস্থিত—
হইবার পরে, কৃষ্ণ প্রিয়া গোপীগণ,
অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর আদেশে তখন
আপনাদিগের গৃহে করেন প্রস্থান।
তাহাদের একমাত্র সখা ভগবান ॥
যিনি ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের
এই ক্রীড়া-কথা, এই অধ্যায় রাসের
শ্রদ্ধাসহকারে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥
ত্বরায় পরমা ভক্তি লভে সেইজন ॥
ধীর চিত্তে কামরূপ মানসিক এই
পীড়া হইতে বিমুক্ত হইবেন সেই ॥

৩৪—৩৯

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন রচিলেন এ পুরাণ।
ব্রজেশ্বরীর হউক কর্ম্ম অবসান ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সমাপ্ত